লেখকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، وَعَلٰى آلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَمَنْ وَالَاهُ، أَمَّا بَعْدُ.

আল্লাহ তাআলা মানুষকে ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। মানুষ আল্লাহ তাআলার বান্দাহ্ বা গোলাম। মানুষের কাজ হলো মহান আল্লাহর বন্দেগী করা। ইবাদাতকে আল্লাহ তাআলা বিস্তৃত করে দিয়েছেন। মানুষের অন্তর দ্বারা, মুখ দ্বারা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা এবং অর্থ দ্বারা ইবাদাত হয়ে থাকে। ইসলামে দু'আ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। এর মাধ্যমে বান্দাহ্ আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জন করেন। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিপদ-আপদ ও মুসীবতে বান্দাহ্ দু'আর মাধ্যমে প্রতিকার পেয়ে থাকেন। আল্লাহ তাআলা বান্দার দু'আ কবুল করেন। সরাসরি একমাত্র আল্লাহ তাআলার কাছে চাওয়া - এটা তাঁর অধিকার। দু'আর মাধ্যমে সাওয়াব অর্জিত হয়। দু'আ না করা গুনাহের কাজ। দু'আ করার মাধ্যমে বান্দাহ্ অহঙ্কার থেকে রক্ষা পেয়ে থাকে। মহান আল্লাহ চান বান্দাহ্ যেনো সর্বদাই তাঁর কাছে দু'আ করে। মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে দু'আ করা শির্ক। শির্কমুক্ত তাওহীদি ইবাদাতের জন্য দু'আ সম্পর্কে জানা অত্যাবশ্যক।

যিক্‌র আল্লাহ তাআলার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। যিক্‌র মানুষকে অন্যায় ও গর্হিত কাজ থেকে দূরে রাখে। মহান আল্লাহ যিক্‌রকারীকে ক্ষমা ও রহমতের মাধ্যমে স্মরণ করেন। যিক্‌রবিহীন অন্তর গাফিল হয়ে যায়। যিক্‌রের মাধ্যমে জান্নাতে গাছ লাগানো হয়। যিক্‌র শয়তানকে বিতাড়িত করে, তার ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেয়। অন্তরে আনন্দ, স্থিরতা ও প্রশান্তি তৈরি করে। তবে যিক্‌র সুন্নত পদ্ধতিতে করতে হয়। বিদ'আতী পদ্ধতিতে যিক্‌র দ্বারা কোনো সাওয়াব অর্জিত হয় না, বরং গুনাহ হয়ে থাকে। তাই যিক্‌র সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন।

মহান আল্লাহর নিকট ওয়াসীলাহ্ পেশ করা একটি ইবাদাত। তবে সে ওয়াসীলাহ্‌টি অবশ্যই বৈধ ওয়াসীলাহ্ হতে হবে। মহান আল্লাহর নামের মাধ্যমে, গুণাবলির মাধ্যমে তাঁর নিকট ওয়াসীলাহ্ দেয়া বৈধ। মহান আল্লাহর নিকট নিজের ঈমানের ওয়াসীলাহ্ পেশ করা যায়। মহান আল্লাহর তাওহীদের স্বীকৃতি দিয়ে দু'আ করা ইবাদাত। নিজের অসহায়ত্ব প্রকাশ করে, দুর্বলতা তুলে ধরে এবং নিজের অবস্থা বর্ণনা করে মহান আল্লাহর নিকট দু'আ করতে হয়। নেক আমলের মাধ্যমেও মহান

আল্লাহর নিকট ওয়াসীলাহ্ পেশ করা যায়। কোনো ব্যক্তির মর্যাদা বা অধিকারের ওয়াসীলাহ্ দিয়ে দু'আ করা অবৈধ। ওয়াসীলাহ্ সম্পর্কে না জানলে শির্ক ও বিদ'আত করে ফেলার সম্ভাবনা রয়েছে।

শাফা'আত বা সুপারিশ ইসলামী আকীদার গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। যুগে যুগে মানুষ যেসব কারণে শির্কে নিপতিত হয়েছে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো শাফা'আত কেন্দ্রিক বিভ্রান্তি। শাফা'আত সত্য। শাফা'আত অস্বীকার করলে ঈমান থাকবে না। তবে শাফা'আত কেন্দ্রিক আকীদা বিশুদ্ধ হতে হবে। শাফা'আতের একমাত্র মালিক মহান আল্লাহ। সকল শাফা'আত একমাত্র মহান আল্লাহর অনুমতিক্রমেই হবে। মহান আল্লাহ যার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন, একমাত্র তাকেই সুপারিশ করার অনুমতি দিবেন। শাফা'আতে 'উযমা শুধুমাত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য খাস। মহান আল্লাহর অনুমতিক্রমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর গুনাহগার উম্মতদের জন্য শাফা'আত করবেন।

এ গুরুত্বপূর্ণ চারটি বিষয়কে সংক্ষিপ্তভাবে অত্র গ্রন্থে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আশা করি, এর মাধ্যমে পাঠক এ ব্যাপারে আকীদা ও আমল বিশুদ্ধ করার সুযোগ পাবেন, ইনশাআল্লাহ!

আলহামদুলিল্লাহ! বইটি অত্যন্ত সুন্দরভাবে 'সবুজপত্র পাবলিকেশন্স' থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। মহান আল্লাহ অত্র প্রকাশনার মধ্যে বরকত দান করুন। প্রকাশক ও পাঠকদের মহান আল্লাহ কবুল করুন। আমিন!

অত্র গ্রন্থে কোনো ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে আমাদেরকে জানাবেন। পরবর্তীতে সংশোধনের চেষ্টা করবো, ইনশা-আল্লাহ!

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দু'আ, যিক্‌র, ওয়াসীলাহ্ ও শাফা'আতের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ আকীদা পোষণ করার তাওফীক দিন। সকল প্রকার শির্ক ও বিদ'আত থেকে মুক্ত থাকার তাওফীক দিন। আমীন!

ড. মোহাম্মদ ইমাম হোসাইন
imam.bangladesh@gmail.com
শাওয়াল ১৪৪৪ হিজরী
আগস্ট ২০২২ ঈসায়ী

সূচিপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	১১
প্রথম ভাগ : দু'আ (اَلدُّعَاءُ)	
আল-কুরআনুল কারীমে দু'আ শব্দের প্রয়োগ	১৭
দু'আর গুরুত্ব	১৮
দু'আর কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ফযীলাত	২০
দু'আর প্রকারভেদ	২৩
কোনো প্রয়োজন পূরণের জন্য চাওয়া	২৩
ইবাদাত হিসেবে চাওয়া	২৩
দু'আ কবুলের শর্তাবলি	২৫
দু'আর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আদব	২৮
দু'আ কবুল হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ সময়, উত্তম স্থান এবং উত্তম অবস্থাসমূহ	৩১
দু'আ কবুলের গুরুত্বপূর্ণ সময়	৩৩
দু'আ কবুলের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান	৩৮
যেসকল অবস্থায় দু'আ করলে দু'আ কবুল হয়	৪০
দু'আর ক্ষেত্রে ওয়াসীলার বৈধ উপায়সমূহ	৪৮
কোনো ব্যক্তি, তার মর্যাদা বা অধিকারের ওয়াসীলাহ্ দিয়ে দু'আ করা যাবে কিনা?	৫৮
দ্বিতীয় ভাগ : যিক্‌র (اَلذِّكْرُ)	
আল্লাহ তাআলার যিক্‌রের গুরুত্ব ও ফযীলাত	৬২
আল-কুরআনুল কারীম ও হাদীসের আলোকে যিক্‌রের ফযীলাত	৬৫
যিক্‌রের উপকারিতা	৬৯
যিক্‌রের মাজলিসের ফযীলাত	৭৩
যিক্‌র বেশি বেশি করার ফযীলাত	৭৬
যিক্‌রের আদবসমূহ	৭৭

ইসলামী শরী'আতে দু'আ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। দু'আ হলো মুমিনদের সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়। এর মাধ্যমে বান্দাহ্ আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করেন। জীবনের নানাবিধ বিপদ ও প্রতিকূলতার মধ্যে বান্দাহ্ দু'আর মাধ্যমে প্রতিকার পেয়ে থাকেন।

দু'আ (اَلدُّعَاءُ) শব্দটির অর্থ- কোনো কিছু চাওয়া, প্রার্থনা করা, তলব করা ইত্যাদি। কুরআন ও হাদীসের বহু জায়গায় দু'আর গুরুত্ব, ফযীলাত, আদব ও দু'আ কবুলের শর্তাবলী নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

আল-কুরআনুল কারীমে দু'আ শব্দের প্রয়োগ
(كَلِمَةُ الدُّعَاءِ فِى الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ)

আল-কুরআনুল কারীমে দু'আ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন-

১. **ইবাদাত অর্থে**। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿قُلْ اَنَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا﴾

"বল, 'আমরা কি ডাকব আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুকে, যা আমাদেরকে কোনো উপকার করে না এবং ক্ষতি করে না?" [সূরা ৬; আল-আন'আম ৭১]

২. **বক্তব্য অর্থে**। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿فَمَا كَانَ دَعْوٰىهُمْ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَآ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ﴾

"সুতরাং, যখন তাদের নিকট আমার আযাব এসেছে, তখন তাদের দাবী কেবল এই ছিল যে, তারা বলল, 'নিশ্চয় আমরা যালিম ছিলাম'।" [সূরা ৭; আল-আ'রাফ ৫]

৩. **প্রার্থনা করা অর্থে**। মহান আল্লাহর বাণী,

﴿فَدَعَا رَبَّهٗٓ اَنِّىْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ﴾

"অতঃপর সে তার রবকে আহ্বান করল যে, 'নিশ্চয় আমি পরাজিত, অতএব তুমিই প্রতিশোধ গ্রহণ কর'।" [সূরা ৫৪; আল-ক্বামার ১০]

৪. **প্রশংসা করা অর্থে**। আল্লাহ তাআলার বাণী,

﴿قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ﴾

"বল, 'তোমরা (তোমাদের রবকে) 'আল্লাহ' নামে ডাক অথবা 'রাহমান' নামে ডাক।" [সূরা ১৭; আল-ইসরা ১১০]

৫. **অলৌকিক সাহায্য কামনা করা অর্থে।** মহান আল্লাহর বাণী,

﴿وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ﴾

"এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সাক্ষীসমূহকে ডাক; যদি তোমরা সত্যবাদী হও।" [সূরা ২; আল-বাক্বারাহ ২৩]

৬. **আযাব বা শাস্তি অর্থে।** আল-কুরআনের বাণী,

﴿كَلَّا ؕ اِنَّهَا لَظٰى ۝١٥ نَزَّاعَةً لِّلشَّوٰى ۝١٦ تَدْعُوْا مَنْ اَدْبَرَ وَتَوَلّٰى ۝١٧﴾

"কখনো নয়! এটিতো লেলিহান আগুন। যা মাথার চামড়া খসিয়ে নেবে। জাহান্নাম তাকে ডাকবে যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল ।" [সূরা ৭০; আল-মা'আরিজ ১৫-১৭]

দু'আর গুরুত্ব
(أَهَمِّيَّةُ الدُّعَاءِ)

মহান আল্লাহ সর্বাবস্থায় তাঁর শ্রবণ শক্তি, কুদরত ও 'ইল্‌ম দ্বারা প্রতিটি বান্দার অতি সন্নিকটে অবস্থান করেন। সরাসরি একমাত্র মহান আল্লাহর কাছেই চাওয়া এটা আল্লাহর অধিকার। কোনো বান্দাহ্ যখন মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করে, আল্লাহ তা কবুল করে নেন। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ ؕ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِىْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ﴾

"আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে বস্তুতঃ আমি রয়েছি সন্নিকটে। যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা কবুল করে নেই, যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে। কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য। যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে।" [সূরা ২; আল-বাক্বারাহ ১৮৬]

দু'আ একটি ইবাদাত। দু'আর মাধ্যমে সাওয়াব অর্জিত হয়। তাই দু'আকে ইবাদাত মনে করেই প্রতিনিয়ত করে যেতে হবে। দু'আ না করা ইবাদাত না করার শামিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করার প্রতি

আল্লাহ তাআলার যিক্‌রের গুরুত্ব ও ফযীলাত
(أَهَمِّيَّةُ ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَفَضَائِلُهُ)

যিক্‌র মানুষের গুনাহের বোঝাকে হালকা করে। অন্যায় ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে। আল্লাহ তাআলা যাকির তথা যিক্‌রকারীর মর্যাদা উঁচু করে দেন। সমাজের প্রচলিত নব উদ্ভাবিত বিভিন্ন পদ্ধতি ও বাক্য এবং বিভিন্ন খণ্ডিত বাক্যের যিক্‌র স্পষ্টতই খিলাফে সুন্নাত ও বিদ'আত। এসবের মাধ্যমে যিক্‌রের প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জিত হয় না। কেবলমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবাগণ রাদিয়াল্লাহু আনহুম যে পদ্ধতিতে যিক্‌র করেছেন এবং করতে শিখিয়েছেন সেটাই যিক্‌রের একমাত্র ও প্রকৃত মানদণ্ড এবং পদ্ধতি। আমাদের যিক্‌রের পরিচয়, গুরুত্ব, সুন্নাত পদ্ধতি এবং সমাজে প্রচলিত ভ্রান্ত যিক্‌রসমূহ ও তার অসারতাগুলো জানা দরকার।

আয-যিক্‌র (اَلذِّكْرُ) আরবী শব্দ, এর অর্থ স্মরণ করা। ذِكْرُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ অর্থ আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করা। ইসলামী শরী'আহর প্রতিটি আমলই মহান আল্লাহর যিক্‌রের অন্তর্ভুক্ত। কুরআন ও সুন্নাহয় যিক্‌রের গুরুত্ব সম্পর্কে অসংখ্য আয়াত ও হাদীস রয়েছে। এ পর্যায়ে আমরা সেগুলো থেকে কয়েকটি মাত্র বাছাই করে আল্লাহর তাআলার যিক্‌রের গুরুত্ব ও ফযীলাত তুলে ধরব, ইনশাআল্লাহ।

ইসলামী শরী'আহর প্রতিটি আমলই মহান আল্লাহর যিক্‌রের অন্তর্ভুক্ত। সে হিসেবে সালাতও মহান আল্লাহর একটি যিক্‌র এবং এটি শুধু যিক্‌রই নয় বরং শ্রেষ্ঠতম যিক্‌র। আল্লাহ তাআলা 'সালাত' নামক এ যিক্‌রের গুরুত্ব তুলে ধরে একে সর্বশ্রেষ্ঠ যিক্‌র আখ্যা দিয়ে বলেন,

﴿إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ؕ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ﴾

"নিশ্চয় সালাত অশ্লীল ও গর্হিত কার্য থেকে বিরত রাখে। আল্লাহর স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ জানেন তোমরা যা কর।" [সূরা ২৯: আল-আনকাবূত ৪৫]

এ আয়াতে কারীমার তাফসীরে প্রখ্যাত তাবেঈ ও মুফাসসির আবুল আলিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

إِنَّ الصَّلَاةَ فِيهَا ثَلَاثُ خِصَالٍ فَكُلُّ صَلَاةٍ لَا يَكُوْنُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْخِلَالِ فَلَيْسَتْ بِصَلَاةٍ: الْإِخْلَاصُ، وَالْخَشْيَةُ، وَذِكْرُ اللهِ. فَالْإِخْلَاصُ يَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوْفِ، وَالْخَشْيَةُ تَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَذِكْرُ الْقُرْآنِ يَأْمُرُهُ وَيَنْهَاهُ.

"নিশ্চয়ই প্রতিটি সালাতের তিনটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যদি কোনো সালাতে এ তিনটি বৈশিষ্ট্য না থাকে, তবে সেটি কোনো সালাত নয়। সে তিনটি বৈশিষ্ট্য হলো যথাক্রমে– (১) এক. ইখলাস বা একনিষ্ঠতা, (২) আল্লাহ ভীতি, (৩) আল্লাহর যিক্‌র। ইখলাস মানুষকে সৎ কাজের নির্দেশ করে। আল্লাহ ভীতি অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে। আর আল্লাহর যিক্‌র তথা কুরআন পাঠ সৎ কাজে আদেশ করে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করে।"[১]

সুতরাং, উল্লিখিত আয়াতে কারিমা এবং এর ব্যাখ্যায় আবুল আলিয়া রাহিমাহুল্লাহর মতের আলোকে আমরা বুঝতে পারি যে, সালাত হল সর্বশ্রেষ্ঠ যিক্‌র। এবং সালাতে যদি ইখলাস, খাশয়াতুল্লাহ এবং যথাযথ উপায়ে আল্লাহর যিক্‌র তথা স্মরণ থাকে, তবে তা সালাত আদায়কারীকে সৎ কাজের দিকে পরিচালনা করবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিবৃত রাখবে।

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা যিক্‌রের নির্দেশ দিয়ে বলেন,

﴿فَاذْكُرُونِيٓ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾

"সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ রাখবো এবং আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর; অকৃতজ্ঞ হয়ো না।" [সূরা ২; আল-বাক্বারাহ ১৫২]

এখানে আল্লাহ তাআলা বান্দাকে যিক্‌র করতে বলেছেন তাঁর প্রকৃত আনুগত্যের মাধ্যমে এবং বান্দাকে স্মরণ করবেন বলতে বুঝিয়েছেন তিনি বান্দাকে ক্ষমা করে দিবেন এবং বান্দার উপর রহমত বর্ষণ করবেন। এ বিষয়টি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীর ইবনে কাছীর এবং তাফসীরে তাবারীতে বলা হয়েছে। আর তা হলো,

أُذْكُرُونِيْ بِطَاعَتِيْ أَذْكُرْكُمْ بِمَغْفِرَتِيْ، وَفِيْ رِوَايَةٍ، بِرَحْمَتِيْ

"তোমরা আনুগত্যের মাধ্যমে আমার যিক্‌র কর, আর আমি তোমাদেরকে ক্ষমার মাধ্যমে যিক্‌র তথা স্মরণ করব। অপর বর্ণনায় এসেছে আমি তোমাদের উপর রহমাত বর্ষণের মাধ্যমে স্মরণ করব।"[২]

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٤٢﴾﴾

---

১. তাফসীর ইবনে কাছীর (আল-মাকতাবাহ আশ-শামিলাহ)- ৬/২৮২।
২. তাফসীর ইবনে কাছীর- ১/৩৩৬; তাফসীরে তাবারী (আল-মাকতাবাহ আশ-শামিলাহ)- ৩/২১১।

মহান আল্লাহর নিকট নিজের অসহায়ত্ব প্রকাশ করা ইবাদাতের মূল ভিত্তি এবং তাওহীদের নির্দেশনা। তবে বান্দাহ্ মহান আল্লাহর নৈকট্য পাওয়ার জন্য নিজের অসহায়ত্ব প্রকাশের সাথে সাথে কিছু ওয়াসীলাহ্ তুলে ধরতে চায়। মহান আল্লাহ আল-কুরআনুল কারীমে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসংখ্য হাদীসে কিভাবে এবং কোনো কোনো জিনিসকে ওয়াসীলাহ্ পেশ করা যাবে তা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু মানুষের প্রবৃত্তি ও শয়ত্বান অসংখ্য বাতিল ওয়াসীলাহ্ এর মধ্যে সংযুক্ত করে দিয়েছে। নিম্নে ওয়াসীলাহ্ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো–

ওয়াসীলার পরিচিতি
(مَفْهُوْمُ التَّوَسُّلِ)

اَلْوَسِيْلَةُ শব্দটি আরবী। এর শাব্দিক অর্থ- যে মাধ্যমে অন্যের নিকটবর্তী হওয়া যায়। বহুবচনে اَلْوَسَائِلُ تَوَسَّلَ إِلَيْهِ بِوَسِيْلَةٍ অর্থ- আমলের মাধ্যমে তার নিকটবর্তী হলো। আল্লাহ তাআলার বাণী-

﴿وَابْتَغُوْآ اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ﴾

"এবং তার নৈকট্যের অনুসন্ধান কর।" [সূরা ৫; আল-মা'য়িদাহ ৩৫]

অর্থ হলো- وَاطْلُبُوا الْقُرْبَةَ إِلَيْهِ অর্থাৎ, তাঁর দিকে নৈকট্য সন্ধান করো বা যে কর্ম করলে তিনি সন্তুষ্ট হন তা করো। اَلْوَسِيْلَةُ-এর আরেকটি অর্থ হলো মর্যাদাসম্পন্ন স্থান, নিকটবর্তী স্থান প্রভৃতি। এ অর্থে জান্নাতের একটি উচ্চমর্যাদা-সম্পন্ন স্থানের নাম اَلْوَسِيْلَةُ।

আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন,

«إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ، فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ ثُمَّ صَلُّوْا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الْوَسِيْلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، لَا تَنْبَغِيْ إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُوْ أَنْ أَكُوْنَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ»

"তোমরা যখন মুওয়াযযিনকে আযান দিতে শুন, তখন সে যা বলে তোমরা তাই বল। অতঃপর আমার উপর দরূদ পাঠ কর। কেননা, যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরূদ পাঠ করে আল্লাহ তাআলা এর বিনিময়ে তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করেন। অতঃপর আমার জন্যে আল্লাহর কাছে ওয়াসীলাহ্ প্রার্থনা কর। কেননা, ওয়াসীলাহ্ জান্নাতের একটি সম্মানজনক স্থান। এটা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে একজনকেই দেয়া হবে। আমি আশা করি, আমিই হব সে বান্দা। যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে আমার জন্যে ওয়াসীলাহ্ প্রার্থনা করবে তার জন্যে (আমার) শাফা'আত ওয়জিব হয়ে যাবে।" [সহীহ মুসলিম: ৩৮৪]

কুরআন কারীমে ওয়াসীলার অর্থ
(مَعْنَى الْوَسِيْلَةِ فِى الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ)

আল-কুরআনুল কারীমে দু'টি স্থানে মহান আল্লাহ 'ওয়াসীলাহ্' শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

১. সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত নং ৩৫।

﴿يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْآ اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِىْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ﴾

"হে মুমিনগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং তার নৈকট্যের অনুসন্ধান কর, আর তার রাস্তায় জিহাদ কর, যাতে তোমরা সফল হও।"

এ আয়াতের তাফসীরে ইমাম ইবনে জারীর আত-তাবারী (৩১০ হি.) রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

وَاطْلُبُوا الْقُرْبَةَ إِلَيْهِ بِالْعَمَلِ بِمَا يُرْضِيْهِ

তাঁর সন্তুষ্টিমূলক আমল করে তাঁর নৈকট্য লাভে সচেষ্ট হও।

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, ওয়াসীলাহ্ অর্থ- اَلْقُرْبَةُ বা নৈকট্য।

অনুরূপ বলেছেন, মুজাহিদ ইবনে জাবর, আতা ইবনে আবি রাবাহ, আবূ ওয়ায়িল, হাসান বাসরী, কাতাদাহ ইবনে দি'আমাহ, আব্দুল্লাহ ইবনে কাসীর, সুদ্দী আল-কাবীর, ইবনে যাইদ রাহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখ তাবে'য়ী মুফাসসরিগণ। [তাবারী, তাফসীর- ৬/২২৬]

২. সূরা আল-ইসরা, আয়াত নং ৫৬-৫৭।

শাফা'আত অর্থ সুপারিশ করা। ইসলামী আক্বীদার ক্ষেত্রে শাফা'আত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। যুগে যুগে অসংখ্য মানুষ এ বিষয়ক সঠিক আক্বীদা না থাকার কারণে শাফা'আত কেন্দ্রিক শির্কে নিপতিত হয়েছে। আল-কুরআনুল কারীমে এসেছে,

﴿وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ هٰٓؤُلَآءِ شُفَعَآؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ ؕ قُلْ اَتُنَبِّـُٔوْنَ اللّٰهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ﴾

"আর তারা আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুর ইবাদত করছে, যা তাদের ক্ষতি করতে পারে না এবং উপকারও করতে পারে না। আর তারা বলে, 'এরা আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী'। বল, 'তোমরা কি আল্লাহকে আসমানসমূহ ও যমিনে থাকা এমন বিষয়ে সংবাদ দিচ্ছ যা তিনি অবগত নন'? তিনি পবিত্র মহান এবং তারা যা শরীক করে, তা থেকে তিনি অনেক ঊর্ধ্বে।" [সূরা ১০; ইউনুস ১৮]

নিম্নে শাফা'আত সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরা হলো:

শাফা'আতের সংজ্ঞা
(تَعْرِيْفُ الشَّفَاعَةِ)

শাফা'আত (اَلشَّفَاعَةُ) শব্দটি اَلشَّفْعُ থেকে গৃহীত। এর অর্থ: জোড়া বা জোড়া বানানো। এটি اَلْوَتْرُ বা বেজোড় শব্দের বিপরীত।

মহান আল্লাহর বাণী,

﴿وَّالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ﴾

"শপথ জোড় ও বেজোড়ের"। [সূরা ৮৯; আল-ফাজর ৩]

'শাফা'আত' শব্দটি আখিরাতের সাথে সম্পৃক্ত। এর অর্থ: উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি সাধারণ ব্যক্তিদের জন্য প্রার্থনা করা।

পারিভাষিকভাবে শাফা'আত হলো, অন্যের জন্য কোনো কল্যাণ পাওয়ার ক্ষেত্রে অথবা তার থেকে কোনো অকল্যাণ দূর করার ক্ষেত্রে মধ্যস্থতা করা।